بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ মে, ২০২৪ মোতাবেক ১৭ হিজরত, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

রাজী'র সেনাভিযানের যে বর্ণনা চলছিল এর আরও বিশদ বিবরণ যা বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত হয়েছে তা হলো,

সহীহ্ বুখারীতে রাজী'র সেনাভিযান সম্পর্কিত ঘটনার বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে 'মহানবী (সা.) পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য দশজনের একটি দল এক অভিযানে প্রেরণ করেন আর হযরত আসেম বিন সাবেত আনসারী (রা.)-কে তাদের দলনেতা নিযুক্ত করেন। তারা যাত্রা করে যখন আসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী গাদায় পৌঁছেন তখন হুযায়েল গোত্রের শাখা বনু লিহইয়ানের নিকট তাদের আগমনের কথা উল্লেখ করা হলে সেই বিরোধী গোত্রের প্রায় দুইশ ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তাদের সবাই ছিল দক্ষ তিরন্দাজ। তারা (পদ)চিহ্ন অনুসরণ করে মুসলমানদের খুঁজতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সেই স্থানে পৌঁছে যায় যেখানে বসে সাহাবীরা খেজুর খেয়েছিলেন। সাহাবীরা মদীনা থেকে পাথেয় হিসেবে তা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। বনু লিহইয়ান (খেজুরের আঁটি দেখে) চিনতে পেরে বলে, এগুলো ইয়াসরেব তথা মদীনার খেজুর। (এরপর) তারা তাদেরকে খোঁজা অব্যাহত রাখে। হযরত আসেম (রা.) এবং তার সঙ্গীরা যখন তাদেরকে দেখতে পান তখন তারা একটি টিলার ওপরে আশ্রয় নেন। তারা (অর্থাৎ শত্রুরা) তাদেরকে ঘিরে ফেলে আর বলে, নীচে নেমে আসো। তোমরা আত্মসমর্পণ করো; তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করছি, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। এ অভিযানের নেতা হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.) বলেন, আমার বক্তব্য হলো, খোদার কসম! কোনো কাফিরের নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় আমি নীচে নামব না। এরপর তিনি দোয়া করেন, **'হে আল্লাহ্! আমাদের (অবস্থা) সম্পর্কে তুমি মহানবী (সা.)-কে অবহিত করে দাও।'** এরপর শত্রুরা সাহাবীদের ওপর তির বর্ষণ করতে থাকে এবং (এক পর্যায়ে) তারা হযরত আসেম (রা.)-সহ সাতজন সাহাবীকে হত্যা করে। তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারে বিশ্বাস করে তিনজন তাদের কাছে নেমে আসেন। তাদের মধ্যে ছিলেন খুবায়েব আনসারী, ইবনে দাসেনা এবং আরেকজন ছিলেন তার নাম হলো, আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের তিনজনকেই ধরে ফেলে এবং নিজেদের ধনুকের রশি খুলে তা দিয়ে তাদের বেঁধে ফেলে। তখন তাদের তৃতীয়জন বলেন, **'এটি (তোমাদের) প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা**। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের সাথে যাবো না, নিশ্চয় তাদের মধ্যে আদর্শ রয়েছে;' অর্থাৎ সেই শহীদদের মাঝে। তারা সেই সাহাবীকে টেনে-হিঁচড়ে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করলে তারা তাকে শহীদ করে দেয়। এরপর তারা হযরত খুবায়েব ও ইবনে দাসেনা (রা.)-কে (তাদের সঙ্গে) নিয়ে যায় এবং মক্কায় বিক্রি করে দেয়। হযরত খুবায়েব (রা.)-কে বনু হারেস বিন আমের বিন নওফেল বিন আব্দে মানাফ কিনে নেয়। হযরত খুবায়েব (রা.)-ই বদরের যুদ্ধে হারেস বিন আমেরকে

হত্যা করেছিলেন। হযরত খুবায়েব তাদের কাছে বন্দি ছিলেন। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। যদিও বুখারীর রেওয়ায়েত অনুসারে দশজন সাহাবীর এই দলটি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের কাজেই (নিযুক্ত) ছিল এবং সংগোপনে যাচ্ছিল, কিন্তু (তাদের ফেলে যাওয়া) মদীনার খেজুরের আঁটি চিনতে পেরে একজন মহিলা হৈ-চৈ আরম্ভ করে এবং শত্রুরা তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে। কিন্তু বেশিরভাগ জীবনীকারের ভাষ্যানুসারে, এই দলটি (মক্কার) আশেপাশের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনো তারা যায় নি। মহানবী (সা.) আগত একটি প্রতিনিধিদলের সাথে এই দলটিকে প্রেরণ করেন।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সে অনুসারে তারাও একই কথা বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তারা প্রতিনিধি দলের সাথে গিয়েছিলেন। তাই বুখারী অথবা যেসব ইতিহাসগ্রন্থে তাদের সংগোপনে সফরের উল্লেখ রয়েছে তা বর্ণনাকারীদের প্রমাদ বলে মনে হয়, কেননা এক্ষেত্রে এই দলের আত্মগোপনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। বরং তখন তো তারা **আযল এবং কারা**'র লোকদের সাথে যাচ্ছিলেন। তবে এটি অবশ্যই অনুমেয় যে, যখন তারা আসফান এবং মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছায় তখন **আযল এবং কারা**'র লোকেরা, যারা মূলত একটি (গভীর) ষড়যন্ত্রের ছক অনুযায়ী তাদেরকে নিয়ে এসেছিল– তারা পূর্বের নীলনকশা অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বনু লিহইয়ানকে অবগত করে থাকবে আর তারা দুইশ আক্রমণকারীসহ সেখানে পৌঁছে যায়। (বাকী) আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

যাহোক, বনু লিহইয়ানের দুইশ মানুষ যাদের মধ্যে একশজন দক্ষ তিরন্দাজ ছিল, তারা আক্রমণ করে এবং তারা সাহাবীদের ঘিরে ফেলে। সেনাপ্রধান হযরত আসেম (রা.) এবং তার সঙ্গীসাথিরা যখন এদের উপস্থিতি টের পান তখন তারা ফাদ্‌ফাদ্ নামের একটি পাহাড়ে আরোহণ করেন। একটি রেওয়ায়েতে (পাহাড়ের) নাম ক্বারদাদ বর্ণিত হয়েছে। মুশরিকরা সাহাবীদের ঘিরে ফেলে আর বলে, তোমরা যদি নীচে নেমে আমাদের কাছে আসো তাহলে আমরা অঙ্গীকার করছি, আমরা কাউকে হত্যা করব না। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদেরকে হত্যা করার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। তোমাদের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের কাছ থেকে কিছু লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এর উত্তরে হযরত আসেম (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমি কোনো কাফিরের আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে নীচে নামব না। আমি মানত করেছি, জীবনে কখনো কোনো মুশরিকের আশ্রয় গ্রহণ করব না। তার অপর দুজন সঙ্গীর উত্তরও একই ছিল; অর্থাৎ আমরা আদৌ মুশরিকদের অঙ্গীকারে আস্থা রাখব না। তখন হযরত আসেম (রা.) আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করেন, **'আল্লাহুম্মা আখবির আন্না নাবিয়্যাকা'** অর্থাৎ হে খোদা! তুমি তোমার নবীকে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে দাও। যাহোক, এরপর যথারীতি দুপক্ষের মাঝে লড়াই আরম্ভ হয়। সেনাপ্রধান হযরত আসেম (রা.) তার অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের স্বাক্ষর রাখছিলেন এবং একই সাথে কবিতা পাঠ করছিলেন, যার অনুবাদ হলো, আমি কী কারণে অস্ত্র সমর্পণ করব? আমি যে একজন বীর ও দক্ষ তিরন্দাজ আর আমার ধনুকে দৃঢ় তন্ত্রী লাগানো আছে। এই ধনুকের প্রান্ত থেকেই লম্বা-চওড়া তীক্ষ্ণ তির তীব্রগতিতে নিক্ষিপ্ত হয়। মৃত্যু অনিবার্য আর জীবনের কোনো ভরসা নেই। আল্লাহ্ তা'লা যা নির্ধারণ করেছেন তা মানুষের ওপর অবশ্যই নেমে আসবে। মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমি যদি তোমার সাথে যুদ্ধ না করি তবে আমার জন্ম বৃথা। এই হলো সেসব পঙক্তির অনুবাদ।

সাহাবীরা সবাই প্রবল বিক্রমে ও নির্ভীকভাবে শত্রুর সাথে লড়াই করতে থাকেন। হযরত আসেম (রা.) শত্রুদের লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করতে থাকেন, এমনকি সকল তির শেষ হয়ে যায়। এরপর বর্শা হাতে নিয়ে লড়াই করতে থাকেন; বর্শাও ভেঙ্গে যায়। এক পর্যায়ে শুধুমাত্র তরবারিটিই অবশিষ্ট থাকে। তিনি যখন নিজের শাহাদতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান তখন তার নিজের সতর (বা লজ্জাস্থান) সম্পর্কে শঙ্কা জাগে, কেননা শত্রুরা যাকে শহীদ করত তার মরদেহকে পদদলিত ও বিবস্ত্র করত। তখন তিনি তার খোদার সমীপে সকাতরে প্রার্থনা করেন, **'আল্লাহুম্মা হামায়তু দ্বীনাকা আউয়্যালা নাহারী ফাহামলী লাহমী আখিরাহ্'** অর্থাৎ **হে আল্লাহ্! আমি দিনের প্রথম প্রহর থেকেই তোমার ধর্মের সুরক্ষা করেছি। এখন জীবনসন্ধ্যায় তুমি আমার দেহকে সুরক্ষিত রেখো**। এই দোয়া করে পুনরায় যুদ্ধে রত হন। তরবারির হাতল দিয়েও দুজনকে গুরুতর আহত করেন এবং একজনকে হত্যা করেন। এরপর মৃত্যুর বার্তা এসে যায় এবং তিনি শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন আর এভাবেই নিজের ছয়জন সঙ্গীসহ শাহাদতের মহান আসনে আসীন হন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন যে, মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরী সনের সফর মাসে নিজের দশজন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত করেন এবং হযরত আসেম বিন সাবেতকে তাদের দলনেতা নিযুক্ত করেন। আর তাকে এই নির্দেশ দেন, তিনি যেন গোপনে মক্কার নিকটে গিয়ে কুরাইশদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং তাদের কর্মকাণ্ড ও সংকল্প সম্পর্কে তাঁকে (সা.) অবগত করেন। কিন্তু এই দলটি রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই আযল ও কারা গোত্রের কিছু লোক তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হয় এবং নিবেদন করে, আমাদের গোত্রের বহু লোক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আপনি কিছু লোককে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন যারা আমাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করবে। মহানবী (সা.) তাদের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে খুবই আনন্দিত হন আর সেই দলটিকেই তাদের সাথে প্রেরণ করেন যেটিকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেমনটি পরবর্তীতে প্রকাশ পেয়েছে, তারা ছিল মিথ্যাবাদী। আর বনু লিহইয়ান গোত্রের উস্কানিতে মদীনায় এসেছিল, যারা তাদের নেতা সুফিয়ান বিন খালেদ-এর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই কৌশল করেছিল যেন এই অজুহাতে মুসলমানরা মদীনা থেকে বের হলে তাদের ওপর আক্রমণ করা যায়। আর বনু লিহইয়ান এই সেবার বিনিময়ে আযল ও কারা গোত্রের লোকদের জন্য বহু উট পুরস্কারস্বরূপ নির্ধারণ করেছিল। আযল ও কারা গোত্রের এই প্রতারকরা যখন আসফান ও মক্কার মাঝামাঝি পৌঁছে তখন তারা বনু লিহইয়ান গোত্রকে গোপনে এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, মুসলমানরা আমাদের সাথে আসছে, তোমরা চলে আসো! এতে বনু লিহইয়ান গোত্রের দুইশত যুবক, যাদের মাঝে একশত তিরন্দাজ ছিল, মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হয় আর রাজী নামক স্থানে তাদেরকে ধরে ফেলে। দশজন মানুষ দুইশ ব্যক্তির কীইবা মোকাবিলা করতে পারত? কিন্তু মুসলমানদের অস্ত্র সমর্পণের শিক্ষা দেওয়া হয় নি। সেই সাহাবীরা তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ একটি টিলায় চড়ে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কাফিররা, যাদের কাছে প্রতারণা করা দোষের কিছু ছিল না, তাদেরকে ডেকে বলে, তোমরা পাহাড় থেকে নেমে আসো। আমরা তোমাদের সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করছি যে, তোমাদের হত্যা করব না। আসেম উত্তর দেন, আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের ওপর মোটেই আস্থা রাখি না। আমরা তোমাদের এরূপ নিশ্চয়তার ভরসায় নীচে নেমে আসতে পারি না। এরপর আকাশের প্রতি মুখ তুলে তিনি বলেন, হে খোদা! তুমি আমাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছো। নিজ রসূলকে আমাদের এই অবস্থার কথা জানিয়ে দাও।

মোটকথা আসেম এবং তার সঙ্গীরা মোকাবিলা করেন আর অবশেষে লড়াই করতে করতে শহীদ হন।

হযরত আসেম বিন সাবেত-এর লাশের ঐশী সুরক্ষা কীভাবে হয়েছে; তিনি পূর্বে যে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমার লাশের সুরক্ষা করো– এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব আরও লিখেন,

রাজী'র ঘটনার প্রেক্ষিতে এই রেওয়ায়েতও বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কার কুরাইশরা যখন এই সংবাদ পায় যে, যারা বনু লিহইয়ান গোত্রের হাতে রাজী'তে শহীদ হয়েছিল তাদের মাঝে আসেম বিন সাবেতও ছিলেন। যেহেতু আসেম বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের এক বড়ো নেতাকে হত্যা করেছিলেন তাই তারা রাজী'র দিকে বিশেষ লোকদের প্রেরণ করে আর তাদেরকে জোরালো নির্দেশ দেয়, আসেমের মস্তক অথবা দেহের কোনো অংশ কেটে নিজেদের সাথে নিয়ে আসবে যেন তারা আশ্বস্ত হতে পারে আর তাদের প্রতিশোধ অগ্নির নিবারণ হয়। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তিকে আসেম হত্যা করেছিলেন তার মা সালাফা বিনতে সাদ এই মানত করেছিল যে, সে তার পুত্রের হন্তারকের মাথার খুলিতে মদ ঢেলে পান করবে। আর সে এই পুরস্কার নির্ধারণ করেছিল, যে তার মাথার খুলি নিয়ে আসবে তাকে শত উট দেয়া হবে। তাদের মাঝে প্রতিশোধের এবং ক্রোধাগ্নির এমন ছিল ভয়াবহতা! কিন্তু ঐশী হস্তক্ষেপ এমন হয় যে, তারা সেখানে পৌঁছার পর দেখতে পায়, ভীমরুল ও মৌমাছি ঝাঁক বেঁধে আসেমের লাশের ওপর বসে আছে আর কোনোভাবেই তাঁর দেহ ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না। তারা অনেক চেষ্টা করে যে, এই ভীমরুল এবং মৌমাছিরা যেন সেখান থেকে উড়ে যায়। কিন্তু (তাদের) কোনো প্রচেষ্টা সফল হয় নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা বিফল ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এরপর খুব শীঘ্র ঝড়োবৃষ্টি আসেমের লাশকে ভাসিয়ে এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যায়। লিখিত আছে, আসেম মুসলমান হয়ে এই অঙ্গীকার করেছিলেন যে, আগামীতে তিনি সকল প্রকার মুশরিকসুলভ বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরিহার করবেন, এমনকি কোনো মুশরিককে স্পর্শ পর্যন্ত করবেন না। হযরত উমর যখন তার শাহাদাত এবং এই ঘটনার কথা জানতে পারেন তখন হযরত উমর বলেন, খোদা তা'লাও নিজ বান্দাদের আবেগের প্রতি কতটা খেয়াল রাখেন! মৃত্যুর পরও তিনি আসেমের অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়েছেন আর মুশরিকদের স্পর্শ থেকে তাকে সুরক্ষিত রেখেছেন।

হযরত আসেমকে হামীউদ্ দাবার-ও বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যাকে ভীমরুল বা মৌমাছির মাধ্যমে রক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মৃত্যুর পর ভীমরুলে ঝাঁকের মাধ্যমে তার সুরক্ষা করেছেন।

এরপর হযরত মুআত্তেব বিন উবায়েদ এবং অন্য নিপীড়িত সাহাবীদের শাহাদাতের উল্লেখ রয়েছে। হযরত মুআত্তেব বিন উবায়েদ লড়াই করতে করতে চরমভাবে আহত হন। শত্রুরা তার কাছে পৌঁছে তাকে শহীদ করে দেয়। তিনি ছাড়া আরও পাঁচজন সাহাবী এভাবেই বীরপুরুষের ন্যায় লড়তে লড়তে শত্রুদের তিরের লক্ষ্যে পরিণত হন আর শহীদ হন। এভাবে মোট সাতজন সাহাবী শহীদ হয়ে যান। এখন আর কেবল তিনজন সাহাবী রয়ে যান। হযরত খুবায়েব বিন আদী, হযরত যায়েদ বিন দাসেনা আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক। শত্রুরা এই তিনজন সাহাবীর সাথে এই অঙ্গীকার করে যে, আমরা তোমাদের কিছুই করব না আর তোমাদের নিরাপত্তা দিচ্ছি। তোমরা নিজেদেরকে আমাদের কাছে সমর্পণ করো। এতে সেই সাহাবীরা পাহাড়ের ওপর থেকে তাদের কাছে নেমে আসেন। বিরোধীরা যখন সেই সাহাবীদের নিজ আয়ত্তে নিয়ে নেয় তখন বিরোধীরা তাদের ধনুকের তন্ত্রীসমূহ খুলে সেগুলো

দিয়ে সাহাবীদের বেঁধে ফেলে। এতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক বলেন, এটি প্রথম অঙ্গীকার ভঙ্গ। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাদের সাথে যাব না। এই শহীদদের পদাঙ্ক অনুসরণই আমার কাছে শ্রেয়। বিরোধীরা জোরপূর্বক তাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়; অনেক চেষ্টা করে যেন তিনি সাথে যান, কিন্তু আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক এমনটি করেন নি। তখন তারা আব্দুল্লাহ্‌কেও শহীদ করে দেয়।

কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিরোধীরা এই তিনজন সাহাবীকে বন্দি করে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তারা তাদেরকে মক্কাবাসীদের কাছে বিক্রয় করার ইচ্ছা রাখত। এই কাফেলা যখন মক্কা মুকাররমা থেকে বাইশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত মাররুয্ যাহরান নামক স্থানে পৌঁছে তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক নিজের হাত খুলে নিতে সমর্থ হন। আর তরবারি হাতে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। শত্রুরা যখন এরূপ জিহাদের স্পৃহা দেখে তখন তৎক্ষণাৎ পিছু হটে আর পাথর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করে, এমনকি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেককে শহীদ করে দেয়। তার কবর মাররুয্ যাহরানেই অবস্থিত। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন,

সাতজন সাহাবী যখন নিহত হন আর কেবল খুবায়েব বিন আদী আর যায়েদ বিন দাসেনা এবং আরও একজন সাহাবী বাকি ছিলেন, তখন কাফিররা, যাদের আসল বাসনা ছিল তাদেরকে জীবিত পাকড়াও করার, ডেকে বলে, এখনও নীচে নেমে আসো। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। এবার এই সরলপ্রাণ মুসলমানরা তাদের কথায় প্রতারিত হয়ে নীচে নেমে আসেন। কিন্তু নীচে নামতেই কাফিররা তাদেরকে নিজেদের ধনুকের তন্ত্রীসমূহ দ্বারা বেঁধে ফেলে। আর এতে খুবায়েব এবং যায়েদ-এর সঙ্গী, যার নাম ইতিহাসে আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক হিসেবে উল্লেখ হয়েছে, আর চুপ থাকতে পারেন নি আর তিনি ডেকে বলেন, এটি তোমাদের প্রথম অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। আর জানা নেই যে, তোমরা পরবর্তীতে আরও কী কী করবে। আর আব্দুল্লাহ্ তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করেন। এতে কাফিররা কিছুদূর পর্যন্ত আব্দুল্লাহ্‌কে টানাহেঁচড়া এবং মারধোর করে নিয়ে যায় এবং এরপর তাকে হত্যা করে সেখানেই ফেলে দেয়। আর যেহেতু এখন তাদের প্রতিশোধ-স্পৃহা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল তাই তারা কুরাইশদের খুশি করার জন্য আর অর্থের লোভে খুবায়েব এবং যায়েদকে সাথে নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়। সেখানে পৌঁছে তাদেরকে কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেয়। খুবায়েবকে তো হারেস বিন আমের বিন নওফেল-এর পুত্ররা কিনে নেয়, কেননা খুবায়েব বদরের যুদ্ধে হারেসকে হত্যা করেছিলেন, আর যায়েদকে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা কিনে নেয়।

হযরত খুবায়েব বিন আদী এবং হযরত যায়েদ বিন দাসেনা-কে মুশরিকরা বন্দি করে ফেলে এবং তারা তাদেরকে মক্কায় নিয়ে যায়। মক্কায় পৌঁছে এই দুই সাহাবীকে বিক্রি করে দেয়। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, হারেস বিন আমের-এর পুত্ররা হযরত খুবায়েবকে কিনে নিয়েছিল যেন তারা তাদের পিতা হারেস হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে– যাকে বদরের দিনে খুবায়েব হত্যা করেছিল। ইবনে ইসহাক-এর মতে, হযরত খুবায়েব (রা.)-কে হুজায়ের বিন আবু ইহাব তামীমী ক্রয় করেছিল, যে কি-না হারেসের সন্তানদের প্রতিনিধি ছিল। তার কাছ থেকে হারেসের পুত্র উকবা হযরত খুবায়েবকে কিনে নিয়েছিল যেন নিজের পিতার প্রতিশোধ নিতে পারে। এটিও বলা হয়েছে যে, হযরত খুবায়েবকে বনু নাজ্জার গোত্রের কাছ থেকে উকবা বিন হারেস কিনেছিল। এটিও বলা হয়, আবু ইহাব, ইকরামা বিন আবু জাহল, আখনাস বিন শারীক, উবায়দা বিন হাকীম, উমাইয়া বিন আবু উতবা হাযরামীর পুত্ররা এবং

সাফওয়ান বিন উমাইয়া মিলে হযরত খুবায়বকে কিনেছিল। এরা সেসব লোক যাদের পিতাদের বদরের যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছিল। তারা সবাই মিলে হযরত খুবায়েবকে ক্রয় করে উকবা বিন হারেসকে দিয়েছিল যে কি-না নিজ ঘরে তাকে বন্দি করে রেখেছিল।

ইবনে হিশাম বলেন, তারা এই দুজন অর্থাৎ হযরত খুবায়েব এবং হযরত যায়েদ বিন দাসেনাকে হুযায়ল-এর সেসব বন্দির বিনিময়ে বিক্রি করে যারা মক্কায় ছিল। একটি রেওয়ায়েতে আছে, যায়েদকে এক মিসকাল স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় এবং আরেকটি বক্তব্য অনুযায়ী পঞ্চাশটি উটের বিনিময়ে তাকে বিক্রি করা হয় আর হযরত খুবায়বকেও পঞ্চাশটি উটের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়। কিছু রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত খুবায়েবকে একশ উটের বিনিময়ে এবং একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাকে আশি মিসকাল স্বর্ণমূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়। বলা হয়, তাদের মাঝে কুরাইশের কিছু মানুষও যোগ দেয় আর বলা হয় যে তারা এই দুজন অর্থাৎ হযরত খুবায়েব এবং যায়েদ বিন দাসেনাকে নিয়ে পবিত্র মাস যুল কাদা-তে প্রবেশ করে আর তাদেরকে পবিত্র মাস পার হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় বন্দি করে রাখে। আমি গত খুতবায় পবিত্র মাসসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি। ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, হযরত যায়েদকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া ক্রয় করেছিল যেন নিজ পিতা উমাইয়া বিন খালাফের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে। সাফওয়ান পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। সে তাদেরকে বনু জুমা-র লোকদের কাছে বন্দি করে রেখেছিল আর এটিও বলা হয় যে, তাদের দাস নিসতাস-এর কাছে রাখে। অতএব পবিত্র মাসসমূহ যখন পার হয়ে গেলে সাফওয়ান তার দাস নিসতাসকে তানইমের দিকে প্রেরণ করে। তানইম মক্কা থেকে মদীনা ও সিরিয়ার দিকে তিন বা চার মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। যাহোক, তারা তাদেরকে হারাম থেকে বের করে যেন তাদেরকে হত্যা করা যায় এবং কুরাইশ দলও একত্রিত হয়ে যায়। তাদের মাঝে আবু সুফিয়ান বিন হারব-ও ছিল। তাদেরকে যখন হত্যা করার জন্য আনা হলো, তখন আবু সুফিয়ান তাকে বলল, হে যায়েদ! আমি তোমাকে খোদার কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি এটি পছন্দ করবে না যে, তোমার স্থলে আমাদের নিকট এখন মুহাম্মদ (সা.) থাকতো আর আমরা তাঁর শিরশ্ছেদ করতাম এবং তুমি নিজ পরিবার-পরিজনের মাঝে থাকতে? হযরত যায়েদ বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো এ-ও পছন্দ করব না যে, মুহাম্মদ (সা.) বর্তমানে যেখানে আছেন সেখানে তাঁর গায়ে একটি কাঁটাও বিঁধবে আর আমি পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘরে অবস্থান করব। এরপর আবু সুফিয়ান বলে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীরা যেভাবে তাঁকে ভালোবাসে, আমি অন্য কোনো মানুষকে এতটা ভালোবাসতে দেখি নি। অতঃপর হযরত যায়েদ (রা.)-কে নিসতাস হত্যা করে। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তার সাথে কুরাইশের আরো কিছু লোক মিলিত হয়ে তাকে তির মারতে থাকে আর এভাবেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তীতে হন্তারক নিসতাসও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

ইবনে উকবা বলেন, যায়েদ এবং খুবায়েব উভয়কে একই দিনে শহীদ করা হয়েছে। যেদিন তাদের উভয়কে শহীদ করা হয়, বর্ণিত আছে যে, সেদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনা যায়, তিনি (সা.) বলছিলেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম অর্থাৎ তোমাদের উভয়ের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা তার বন্দি যায়েদ বিন দাসেনাকে সাথে নিয়ে হারাম শরীফ থেকে বাইরে বের হয়ে আসে। তার সাথে কুরাইশ নেতাদের একটি দল ছিল। বাইরে পৌঁছে সাফওয়ান তার দাস নিসতাসকে নির্দেশ দিল, যায়েদকে হত্যা করো। নিসতাস সামনে অগ্রসর হয়ে তরবারি

ওঠায়। সে সময় মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারব, যে এ দর্শকদের মাঝে উপস্থিত ছিল– সামনে অগ্রসর হয়ে যায়েদকে বলল, সত্য করে বলো, তোমার হৃদয় কি এটি চায় না যে, এখন এখানে তোমার স্থলে মুহাম্মদ (সা.) থাকত যাকে আমরা হত্যা করতাম? আর তুমি রক্ষা পেতে এবং নিজের পরিজনদের সাথে আনন্দে দিনাতিপাত করতে? যায়েদের চোখ রক্তিম হয়ে যায় এবং তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, আবু সুফিয়ান! তুমি এটি কী বলছ? খোদার কসম! আমি তো এটিও পছন্দ করব না যে, আমার জীবনের বিনিময়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পায়ে একটা কাঁটাও বিদ্ধ হবে। আবু সুফিয়ান অবলিলায় বলে ফেলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোনো ব্যক্তিকে কারো প্রতি এতটা ভালোবাসা পোষণ করতে দেখি নি যতটা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীরা মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালোবাসে। এরপর নিসতাস যায়েদকে শহীদ করে দিল।

এ হত্যার ঘটনা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেছেন, এ ঘটনার দর্শক হিসেবে মক্কার নেতা আবু সুফিয়ানও ছিল। সে যায়েদকে সম্বোধন করে বলে, তুমি কি এটি পছন্দ করবে না যে, মুহাম্মদ (সা.) তোমার স্থলে থাকবে এবং তুমি নিজ গৃহে আরামে বসে থাকবে? যায়েদ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, আবু সুফিয়ান! তুমি কী বলছ? খোদার কসম! মহানবী (সা.)-এর পায়ে মদীনার গলির একটি কাঁটাও বিদ্ধ হওয়া থেকে আমার কাছে মৃত্যু শ্রেয়। এই আত্মবিলীনতা দেখে আবু সুফিয়ান প্রভাবান্বিত না হয়ে পারল না আর অত্যন্ত অবাক দৃষ্টিতে যায়েদের দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, খোদা তা'লা সাক্ষী যে, যেভাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথিরা মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালোবাসে– আমি দেখি নি যে, কেউ কোনো ব্যক্তিকে এতটা ভালোবাসে।

এক জীবনীকারক হযরত খুবায়েব-এর শাহাদতের উল্লেখ করে লিখেছেন, হযরত খুবায়েব, জুহায়ের বিন ইহাবের আশ্রয়ে ছিলেন এবং হারেস বিন নওফেল-এর বংশধরের ঘরে অবস্থান করছিলেন। তারা হযরত খুবায়েব-এর সাথে আক্রমণাত্মক আচরণ করছিল। তাদের এ মন্দ আচরণ দেখে হযরত খুবায়েব বলেন, কোনো সম্মানিত জাতি তাদের বন্দিদের সাথে এরূপ আচরণ করে না। যার ফলে কাফিরদের হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়ে। এরপর তারা তার সাথে উত্তম আচরণ করতে থাকে। ইবনে শিহাব বলেন, উবায়দুল্লাহ্ বিন আইয়ায আমাকে বলেছেন, হারেস-এর কন্যা তার কাছে উল্লেখ করেছেন যে, যখন তারা অর্থাৎ কাফিররা তাকে হত্যা করার বিষয়ে একমত হয় তখন খুবায়েব ব্যবহারের জন্য তার একটি ক্ষুর চাইলেন। যাহোক, সে তাকে ক্ষুর দিয়ে দেয়। হারেস-এর কন্যা বলে, সে সময় আমার অজান্তে আমার এক সন্তান খুবায়েব-এর কাছে আসল আর সে তাকে কোলে তুলে নিল। সে বলে, আমি খুবায়েবকে দেখলাম যে, সে শিশুটিকে তার উরুতে বসিয়ে রেখেছিল এবং তার হাতে ক্ষুর ছিল। আমি এটি দেখে এতটা ঘাবড়ে গেলাম যে, খুবায়েব আমার চেহারা দেখে তা বুঝে ফেলল এবং আমাকে বলল, তুমি কি ভয় পাচ্ছো যে, আমি তাকে মেরে ফেলব? আমি তো এমন নই, যে একাজ করতে পারে। মুসলমান অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যুলুম করে না। হারেসের কন্যা বলতেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো খুবায়েবের চেয়ে উত্তম কোনো বন্দি দেখি নি। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি একদিন তাঁর হাতে আঙুরের থোকা দেখি যা তিনি খাচ্ছিলেন, অথচ তিনি শিকলাবদ্ধ ছিলেন এবং তখন মক্কায় কোনো প্রকার ফলফলাদি ছিল না। তিনি বলতেন, এটি ছিল আল্লাহ্ প্রদত্ত রিয্‌ক যা তিনি খুবায়েবকে দিয়েছিলেন।

কুরাইশ যখন তাঁকে হারাম থেকে বাইরে নিয়ে গেল তখন খুবায়েব তাদেরকে বলেন, আমাকে দুই রাক'আত (নফল) নামায পড়ার অনুমতি দাও। তারা তাকে অনুমতি দেয়।

তখন তিনি (রা.) দুই রাক'আত (নফল) নামায আদায় করেন। (নামায শেষে) বলেন, আমার যদি এ আশংকা না থাকত যে, তোমরা ভাববে, আমি মৃত্যুভয়ে এ অবস্থায় সময় নষ্ট করছি– তাহলে আমি নামায অনেক দীর্ঘ করতাম। তোমরা হয়ত ভাবতে পারতে যে, আমি ভয়ে নামায দীর্ঘ করছি। অর্থাৎ তোমরা যেন এটি মনে না করো যে, আমি মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য ভয়ে নামায দীর্ঘায়িত করছি ; একারণে আমি দীর্ঘ নামায পড়ি নি বরং নামায সংক্ষেপ করেছি। আমি ভাবলাম, তোমাদের হৃদয়ে এই চিন্তার উদ্রেক হবে– ভয়ের কারণে আমি নামায দীর্ঘ করছি। এমনটি না হলে আমি দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়তাম। যাহোক, এরপর তিনি নিজ প্রভুর সমীপে দোয়া করে বলেন, اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا- হে আল্লাহ্! আমার এই শত্রুদের এক এক করে ধ্বংস করে দাও। তিনি (রা.) শত্রুর বিরুদ্ধে দোয়া করেছেন। এরপর খুবায়েব এই পঙক্তিও পড়েন:

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

আমি যেহেতু মুসলিম অবস্থায় মারা যাচ্ছি তাই আল্লাহ্‌র খাতিরে আমি কোন পাশে পতিত হব- তাতে আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আমার এই পতিত হওয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, তিনি চাইলে ছিন্নভিন্ন দেহের প্রত্যেকটি সন্ধিস্থলকেও বরকতে ভরে দিতে পারেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) খুবায়েবের বন্দিদশার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন:

তখনও এই দুই সাহাবী কুরাইশের কাছে ক্রীতদাস হিসেবে বন্দি ছিলেন। একদিন খুবায়েব, হারেসের এক কন্যার কাছে ব্যবহারের জন্য একটি ক্ষুর চাইলেন এবং সে তা দিয়ে দেয়। খুবায়েবের হাতে সেই ক্ষুর থাকা অবস্থায় হারেসের কন্যার একটি শিশুসন্তান খেলতে খেলতে খুবায়েবের কাছে চলে আসে আর খুবায়েব তাকে নিজ রানের ওপর বসিয়ে দেন। মা যখন দেখল যে, খুবায়েবের হাতে ক্ষুর এবং তার রানের ওপর তার শিশুসন্তান বসে আছে, তখন সে কেঁপে ওঠে এবং তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। খুবায়েব তাকে দেখে এবং তার ভয়ের অবস্থা আঁচ করতে পেরে তাকে বলেন, তুমি কি মনে করো– আমি এই শিশুসন্তানকে হত্যা করব? তুমি এমনটি ভেব না। আমি ইনশাআল্লাহ্ এমন কাজ করব না। খুবায়েবের এ কথা শুনে মায়ের বিবর্ণ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই মহিলা খুবায়েবের উত্তম আদর্শে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে, পরবর্তীতে সে সব সময় বলত, আমি খুবায়েবের চেয়ে উত্তম কোনো কয়েদি দেখি নি। সে এ-ও বলত, একদা আমি খুবায়েবের হাতে আঙুরের একটি থোকা দেখি যেটি থেকে তিনি আঙুর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলেন। অথচ সেই দিনগুলোতে মক্কায় আঙুরের কোনো চিহ্নও ছিল না। অন্যদিকে খুবায়েব লোহার শিকলে বাঁধা ছিল। সে বলত, আমি মনে করি, তা ছিল ঐশী রিয্‌ক যা খুবায়েবের কাছে আসতো।

অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত খুবায়েব বিন আদীর বন্দিদশার ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাবিয়া, হুজায়ের বিন ইহাবের মুক্তকৃত দাসী ছিল। মক্কায় তার ঘরেই হযরত খুবায়েব বিন আদী বন্দি ছিলেন যেন নিষিদ্ধ মাস শেষ হতেই তাকে হত্যা করা যায়। মাবিয়া পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি অতি উত্তম মুসলমান সাব্যস্ত হন। মুআভিয়া পরবর্তীতে এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করতেন যে, আল্লাহ্ তা'লার শপথ! আমি হযরত খুবায়েবের চেয়ে উত্তম কোনো মানুষ দেখি নি। আমি তাকে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতাম। তিনি শিকলাবদ্ধ অবস্থায় থাকতেন আর আমার জানামতে, ধরাপৃষ্ঠে অর্থাৎ সেই অঞ্চলে তখন

খাওয়ার মতো একটি আঙুরও ছিল না। কিন্তু হযরত খুবায়েব-এর হাতে মানুষের মাথার আকারের সমান অর্থাৎ অনেক বড়ো আঙ্গুরের থোকা থাকত। এমন ঘটনা দু-এক বার ঘটে নি, বরং তার বর্ণনা অনুযায়ী তিনি কয়েক বার এমন দেখেছেন যা থেকে তিনি খেতেন। সেগুলো আল্লাহ্‌র দানকৃত রিয্‌ক ব্যতিত আর কিছু ছিল না। হযরত খুবায়েব তাহাজ্জুদে কুরআন পড়তেন আর মহিলারা তা শুনে কান্নাকাটি করত এবং তাদের হৃদয়ে খুবায়েবের জন্য মায়া হতো। তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত খুবায়েবের কাছে জিজ্ঞেস করি, হে খুবায়েব! তোমার কি কিছু লাগবে? জবাবে তিনি বলেন, না। তবে একটি কথা, আমাকে ঠাণ্ডা পানি পান করাও আর আমাকে কখনো প্রতিমার নামে জবাই করা মাংস খেতে দিও না। [তোমরা আমাকে যে খাবার খেতে দাও, তাতে যেন প্রতিমার নামে জবাই করা খাবার না থাকে।] তৃতীয় কথা হলো, মানুষ যখন আমাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিবে তখন আমাকে জানিও। এরপর যখন পবিত্র মাসগুলো অতিক্রান্ত হয় আর লোকেরা হযরত খুবায়েবকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আমি তার কাছে গিয়ে তাকে সংবাদ দিই। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তার নিহত হওয়ার সংবাদে তিনি আদৌ বিচলিত হন নি। তিনি আমাকে বলেন, আমাকে একটি ক্ষুর দাও যেন আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি। তিনি বর্ণনা করেন, আমি আমার ছেলে আবু হুসাইনের হাতে ক্ষুর পাঠিয়ে দিই। বর্ণনাকারী বলেন, এটি তার আপন ছেলে ছিল না, বরং মাবিয়া কেবল তার লালনপালন করেছে। যখন ছেলে তার কাছে যায় তখন আমার মনে হলো, আল্লাহ্‌র কসম, এখন খুবায়েব তো তার প্রতিশোধের সুযোগ পেয়ে গেল। এখন আমার ছেলে তার নাগালে আর তার হাতে ক্ষুরও আছে। এখন তো সে নিশ্চয় প্রতিশোধ নেবে। এ আমি কী করলাম! আমি এই শিশুর হাতে ক্ষুর পাঠিয়ে দিলাম! খুবায়েব এই শিশুকে ক্ষুর দিয়ে হত্যা করে বলবে, হত্যার বদলে হত্যা। আমি আমার প্রতিশোধ নিয়ে নিলাম। এরপর আমার ছেলে তার কাছে ক্ষুর নিয়ে পৌঁছলে তিনি ক্ষুর নিতে গিয়ে বলেন, তুমি অনেক সাহসী। তোমার মা কি আমার বিশ্বাসঘাতকতার ভয় করে নি? আর তোমরা যেখানে আমাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছ সেখানে তোমার হাতে আমার জন্য ক্ষুর পাঠিয়েছে! হযরত মাবিয়া বর্ণনা করেন, আমি খুবায়েবের এই কথা শুনে বললাম, হে খুবায়েব! আমি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের কারণে তোমাকে ভয় পাই নি। আর আমি তোমার প্রিয় খোদার প্রতি আস্থা রেখে এই বাচ্চার হাতে তোমার কাছে ক্ষুর পাঠিয়েছি। আমার ছেলেকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার কাছে এটি পাঠাই নি। খুবায়েব বলেন, আমি তাকে হত্যা করার মতো মানুষ নই। আমাদের ধর্মে আমরা বিশ্বাসঘাতকতাকে বৈধ মনে করি না। তিনি বলেন, এরপর আমি খুবায়েবকে বলি, আগামীকাল সকালে তারা তোমাকে এখান থেকে বের করে হত্যা করবে। পরবর্তী দিন লোকেরা তাকে শিকলাবদ্ধ করে তানইম নিয়ে যায় আর যেভাবে বলা হয়েছে, এটি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরের একটি জায়গা ছিল। খুবায়েবের মৃত্যুর দৃশ্য দেখার জন্য শিশু, নারী, দাসসহ মক্কার অনেক লোক সেখানে একত্রিত হয়। যারা প্রতিশোধ চাইত তাদের কেউ মক্কায় ছিল না। যারাই প্রতিশোধ চাইত, তারা তাকে দেখে চোখের প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিল। আর যারা প্রতিশোধ নিতে চাইত না কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধী ছিল– তারা শত্রুতা প্রদর্শনের জন্য এবং আনন্দ-উল্লাস প্রদর্শনের জন্য সেখানে গিয়েছিল যে, গিয়ে দেখি, তাকে কীভাবে হত্যা করা হয়। এরপর তারা যখন হযরত খুবায়েবকে যায়েদ বিন দাসেনার সাথে তাইনমে নিয়ে পৌঁছে যায় তখন মুশরিকদের আদেশে একটি খুঁটি পোঁতা হয়। এরপর সেই লোকেরা খুবায়েবকে সেই খুঁটির কাছে নিয়ে গেলে খুবায়েব বলেন, আমি কি দুই রাক'আত নামায পড়ার সুযোগ পেতে পারি? লোকেরা বলে,

হ্যাঁ, পড়ে নাও। হযরত খুবায়েব সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাক'আত নফল আদায় করেন এবং নামায দীর্ঘায়িত করেন নি। এ বিষয়ে আমি পূর্বেই বলেছি, তারা হয়ত ভাবতে পারে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘায়িত করছি।

ইবনে সা'দের বরাতে যে রেওয়ায়েত এখন উল্লেখ করা হয়েছে তদনুযায়ী মাবিয়া ছিলেন হুযায়ের বিন আবু ইহাবের মুক্ত ক্রীতদাসী যার ঘরে হযরত খুবায়েব (রা.)-কে বন্দি রাখা হয়েছিল। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার-এর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত খুবায়েব, উকবার ঘরে বন্দি ছিলেন আর উকবার স্ত্রী তাকে খাবার সরবরাহ করত আর খাবারের সময় তার বাঁধনগুলো খুলে দিত।

মোটকথা, এই ছিল সাহাবীদের কুরবানী যারা মৃত্যুর বিষয়ে ছিলেন ভ্রুক্ষেপহীন, বরং ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন।

এই অভিযানের অবশিষ্ট বিবরণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)